ইউরোপা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে রোমাকে ৫-২ গোলে হারাল লিভারপুল।

মাঠে - ময়দানে

সাউথ আফ্রিকা কনম্বোল টুর্নামেন্টের ম্যাচে বলিভারকে ৪-১ গোলে হারাল অ্যাটলেটিকো ন্যাশিওনাল।

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ব্যর্থ বিরাট কোহলি। ১৫ বলে ১৮ রান করে শার্দুল ঠাকুরের বলে রবীন্দ্র জাদেজার হাতে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত বেঙ্গালুরু ৭ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৩ রান তুলেছে।

বেঙ্গালুরুর সাফল্যের কান্ডারি রোকা

স্টাফ রিপোর্টার: ভারতীয় ফুটবলে বেঙ্গালুরু এফসি'র আবির্ভাব মাত্র পাঁচ বছর হল। আর এই পাঁচ বছরেই বহু চমক দেখিয়েছে তারা। বেঙ্গালুরুর এই চমক দেখানোর মূল কারিগর হলেন কোচ অ্যালবার্ট রোকা। পাঁচ বছর আগে আই লিগের আবির্ভাব লগ্নেই বাজিমাত বেঙ্গালুরু এফসির। শুধু প্রথম বছরই নয়, আরও একবার আই লিগ খেতাব জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে তাদের। আই লিগে খেতাবের পাশাপাশি দু'বার মোহনবাগানের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে বেঙ্গালুরুর। আর এবার চতুর্থ আইএসএল টুর্নামেন্টে প্রথমবার খেলতে নেমেই রানার্স খেতাব অর্জন করেছে দক্ষিণ ভারতের ক্লাবটি। এমনকী এএফসি কাপের মতো টুর্নামেন্টে রানার্স হওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে তাদের। আইএসএলে রানার্স খেতাব অর্জন করলেও সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বেঙ্গালুরু। সেমিফাইনালে পিছিয়ে পড়া মোহনবাগানকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে তারা। আর ফাইনালেও পিছিয়ে পড়া বেঙ্গালুরু ইস্টবেঙ্গলকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেছে। সেমিফাইনালে এবং ফাইনালে আবির্ভাব বছর থেকে কখনও ট্রফির ধরা দেখা যায়নি বেঙ্গালুরুর। প্রতি বছরই হয় আই লিগ, না হয় ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে তাদের। এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি জয়ের ধারা বজায় রাখল বেঙ্গালুরুর দলটি। বেঙ্গালুরুর দলটির এই সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা কোচ অ্যালবার্ট রোকার। ২০১৬'র মরশুমে দায়িত্ব নিয়েই তিনি দলকে এএফসি কাপের ফাইনালে তুলেছিলেন। তাঁর কোচিংয়েই বেঙ্গালুরু এফসি হারিয়েছিল মালয়েশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দল জোহর দারুণ তাজিমকে। আই লিগ এবং ফেডারেশন কাপে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার পর এবার প্রথমবার আইএসএলে খেলতে নেমেই রোকার কোচিংয়ে বেঙ্গালুরু রানার্স খেতাব অর্জন করে। পাশাপাশি সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন। সত্যি কথা বলতে কী স্প্যানিশ কোচ রোকার হাতে পুড়েই পুরো বেঙ্গালুরু দলটির পরিবর্তন ঘটেছে। বিদেশি স্ট্রাইকার মিকুকে তুলে আনার পাশাপাশি সুনীল ছেত্রীকে আরও ঘষে মেজে তৈরি করেছেন বেঙ্গালুরুর স্প্যানিশ কোচ রোকা। এবার তাদের লক্ষ্য ফের এএফসি কাপ। গতবার এএফসি কাপে রানার্স খেতাব অর্জন করেছিল। এখন দেখার গতবারের মতো এবারও রোকার কোচিংয়ে বেঙ্গালুরু আরও নতুন চমক দেখাতে পারে কিনা।

মাদারওয়েল এফসিতে সই করল অনূর্ধ্ব-১৭'র ধীরাজ সিং

পানাজি, ২৫ এপ্রিল: অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে পরের পর্বে না গেলেও নজর কেড়েছিলেন ধীরাজ সিং। তারপর ইন্ডিয়ান অ্যারোজের হয়ে আই লিগে খেলেছেন। মোহনবাগানের হয়ে অসাধারণ কয়েকটি সেভ করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ খেলার পর মাদারওয়েল এফসি (স্কটিশ প্রিমিয়ারলিগ), চালটন অ্যাথলেটিক ক্লাব (ইংল্যান্ড-লিগ ওয়ান), টরোন্টো এফসি (এমএলএস চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) দলে চুক্তি সই করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাদারওয়েল এফসি ক্লাবেই সই করলেন তিনি।

দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের অধিনায়ক পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন গৌতম গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল: আইপিএলের মাঝপথেই দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন গৌতম গম্ভীর। কেকেআর ছাড়ার পর দিল্লির অধিনায়ক হিসাবে একাদশতম আইপিএল শুরু করেছিলেন তিনি। বুধবার তিনি পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন।

কোচ রিকি পন্টিং ও সিইও হেমন্ত দুয়াকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অধিনায়কত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমি হয়তো সাফল্য পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। তার ফলে উল্টোটা হয়েছে। আমি চাপ সামাল দিতে পারিনি। সেটা না পারলে অধিনায়ক হিসাবে দায় নিতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে, অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য না আমি। এবারের আইপিএলে এখন লিগ টেবলে সবার নিচে রয়েছে দিল্লি। ৬টি ম্যাচের মধ্যেও মাত্র একটিতে দলকে জেতাতে পেরেছিলেন গম্ভীর। তিনি নিজেও ব্যাট হাতে সাফল্য পাননি। ৬টি ম্যাচে মাত্র ৮৫ রান করেন তিনি। প্রথম ম্যাচে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৫৫ রান করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাট করেননি তিনি। পরের চারটি ম্যাচে যথাক্রমে ১৫,৮,৩ ও ৪ রান করেন তিনি। ব্যক্তিগত ও দলের খারাপ ফর্মের জন্য তাঁর উপর চাপ বাড়ছিল। টুইটে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই কারণেই পদত্যাগ করলেন বলে মনে করছে ক্রিকেটমহল। এর আগে ২০১০ সালের আইপিএলে দিল্লির অধিনায়ক ছিলেন গম্ভীর। সেবার তাঁর দল পঞ্চম স্থানে শেষ করেছিল।

২০১১ সাল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হিসাবে অবশ্য সাফল্য পান এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। তিনি কেকেআরকে দু'বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেন। কিন্তু দিল্লিতে ফিরে ব্যর্থ হলেন তিনি। শুধু গম্ভীরের ব্যর্থতা নয়, দলের অন্যান্য ব্যাটসম্যানরাও খুব একটা ভাল ব্যাটিং করছেন না। অস্ট্রেলিয়া বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান ম্যাক্সওয়েল প্রায় প্রত্যেক ম্যাচেই ব্যর্থ। ৫ ম্যাচে ৯৩ রান করেছেন তিনি। সর্বোচ্চ স্কোর ৪৭। একমাত্র সফল ব্যাটসম্যান পন্থ ও আইয়ার। সেই কারণে দিল্লির নয়া অধিনায়ক হলেন শ্রেয়স আইয়ার।

কলকাতা লিগে মোহনবাগানের ভরসা ডিকা, হেনরি

স্টাফ রিপোর্টার: নতুন মরশুমের দল বদল করার কাজ প্রায় শেষ মোহনবাগানের। এবারও বেশ শক্তিশালী দল গড়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। মোহনবাগানের সাত সদস্যের কমিটি নতুন মরশুমের জন্য দল গড়ার কাজ শেষ করলেন। পদত্যাগকারী দুই কর্তা দেবাশীষ দত্ত এবং সুজয় বসুর তত্ত্বাবধানে এবারও বেশ শক্তিশালী দল হয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরের। পুরনো দলের অধিকাংশ ফুটবলারকে এবার ধরে রেখেছেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। তবে কলকাতা লিগের পাশাপাশি অন্য টুর্নামেন্টের জন্যই আপাতত ছয় মাসের জন্য দল গড়া হয়েছে। আই লিগের আগে নতুন বিদেশি এনে আরও শক্তিশালী দল গড়ার ভাবনা বাগান কর্তাদের। আপাতত প্রথম ছয় মাসের টুর্নামেন্টের জন্য তিন বিদেশি হিসাবে দলে রাখা হয়েছে ডিপান্ডা ডিকা, কিংসলে এবং কিম কিমাকে। এছাড়াও কলকাতা লিগের জন্য দলে নেওয়া হয়েছে অরিজিৎ বাগুই, জিতেন মুর্মু, আজহারউদ্দীন মল্লিক, শিল্টন পাল, শঙ্কর রায়, তীর্থঙ্কর সরকার, সৌরভ দাস, শিল্টন ডি'সিলভা, অনিমাশ রুইদাস, গুর্জিন্দর কুমার, লাল রিন ফেলা, পিন্টু মাহাতো এবং মৈনুদ্দিনকে। পাশাপাশি কিম লুইসকে আবার ফিরিয়ে আনতে মরিয়া বাগান কর্তারা। আই লিগের জন্য জাপানি মিডফিল্ডার ইউতাকেও চূড়ান্ত করেছেন মোহনবাগান কর্তারা। আই লিগের জন্য দলে নেওয়া হচ্ছে বিদেশি ফুটবলার হেনরিকে। গত মরশুমে গোকুলাম এফসি'র হয়ে দুরন্ত ফুটবল খেলেছিলেন হেনরি। দু'পর্বের ম্যাচেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন হেনরি। তাই বাগান কর্তাদের নজরে ছিলেন তিনি। হেনরি যোগ দেওয়ায় আই লিগে বেশ শক্তিশালী দল নিয়েই মাঠে নামবে সবুজ-মেরুন শিবির।

কর্তাদের ব্যর্থতার জন্য ফুটবল মক্কাকে টেক্কা অন্য রাজ্যের

স্টাফ রিপোর্টার: বেশ কয়েক বছর পর এবার ফের অন্ধকার মরশুম বাংলার ফুটবলে। দুই প্রধানের পাশাপাশি সন্তোষ ট্রফিতেও খেতাব জয় করতে ব্যর্থ বাংলা দল। ফুটবল মক্কার সব ঐতিহ্য এবং গৌরবকে পিছিয়ে ফেলে দেশের সেরা তিনটি ট্রফি এবার নিয়ে গিয়েছে পাঞ্জাব, চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরু। অতীতে এরকম ঘটনা ঘটেছে কি না তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। সুপার কাপে পরপর দু'ম্যাচে পাঁচ বছর বয়সী বেঙ্গালুরু এফসি'র কাছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল চার গোল করে হজম করেছে। বেঙ্গালুরুর কাছে দুই প্রধান বড় ব্যবধানে হারলেও তা নিয়ে কোনও চিন্তা ভাবনা নেই কর্তাদের। সবচেয়ে বড় কথা পাঁচ বছরে বেঙ্গালুরু প্রতিবছরই কোনও না কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গল গত ১৪ বছরে আই লিগ খেতাব জয় করতে পারেনি।

মোহনবাগান আই লিগ খেতাব শেষবার জয় করেছে ২০১৩-২০১৪'র মরশুমে। বেঙ্গালুরু যখন দুই প্রধানকে হারিয়ে সুপার কাপ জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা, তখন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ব্যস্ত নতুন মরশুমের জন্য কোচ নির্বাচনে। আর মোহনবাগান কর্তারা ব্যস্ত কবে ক্লাবের নির্বাচন হবে, ক্ষমতা কার হাতে থাকবে তা নিয়ে। দুই প্রধানের পাশাপাশি সুপার কাপে চূড়ান্ত ব্যর্থ এটিকে। সুপার কাপ খেলতে নামার আগে এটিকে দল নিয়ে চূড়ান্ত ডামাডোল সৃষ্টি হয়েছিল। ক্লাব দলগুলির পাশাপাশি এবার সন্তোষ ট্রফিতে ব্যর্থ বাংলা দল। সন্তোষ ট্রফির মতো একটা টুর্নামেন্টে বাংলা দল খেলতে নেমেছিল একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে।

মণিপুর ম্যাচের আগের দিন বাংলা শিবিরে যোগ দেন পাঁচ ফুটবলার। শেষপর্যন্ত ফাইনালে উঠলেও কেরলের কাছে হেরে রানার্স খেতাব অর্জন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে সন্তোষে সবচেয়ে বেশিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলার। সত্যি কথা বলতে কী শুধুমাত্র ক্লাব কর্তাদের পরিকল্পনার অভাবেই এবার বাংলার ফুটবলে প্রাধান্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান। যেখানে সঠিক পরিকল্পনার জন্য বেঙ্গালুরু সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেছে, সেখানে শুধুমাত্র কর্তাদের পরিকল্পনার অভাবেই ডুবেছে দুই প্রধানের পাশাপাশি বাংলা দল।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার পর হায়দরাবাদের লক্ষ্য অশ্বিনের পাঞ্জাব

হায়দরাবাদ, ২৫ এপ্রিল: প্রথম ম্যাচে কেএল রাহুলের দুরন্ত অর্ধশতরান, তারপর নিজের ঘরের মাঠে গেইলের একাদশতম আইপিএলে প্রথম শতরানের জন্য পরপর তিন ম্যাচ জেতা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ১৫ রানে জয়।

বর্তমান পয়েন্ট টেবিলের অবস্থান অনুযায়ী (চেন্নাই ম্যাচের আগে) কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ছয় ম্যাচে পাঁচটি ম্যাচ জিতে এক নম্বর স্থানে। আগের ম্যাচে চোটের জন্য বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান ক্রিস গেইলকে মাঠে নামায়নি কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব। ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য ১৫০'র বেশি রান তুলে পারেনি পাঞ্জাব।

কিন্তু বোলিং দক্ষতায় ম্যাচ দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতে পাঞ্জাব। অ্যান্ড্রু টাই, মুজিব-উর-রহমান, অঙ্কিত রাজপুত ও অধিনায়ক রবিচন্দ্রন অশ্বিনকেও নিয়ন্ত্রণ বোলিং করতে দেখা যায়। দিল্লি ম্যাচের পর পাঞ্জাবও চাইবে আগের ম্যাচের মতো সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারাতে। এর আগের ম্যাচে হায়দরাবাদকে একাই ছত্রাছাড়া করে দিয়েছিল ক্রিস গেইল। কিন্তু মুম্বই ম্যাচে হায়দরাবাদের বোলিং ছিল নজরকাড়া।

৬ ম্যাচের মধ্যে ৪টি ম্যাচে জয় পাওয়া হায়দরাবাদ প্রায় সব ম্যাচই জিতেছে বোলারদের উপর ভর করে। সিদ্ধার্থ কউল, সন্দীপ শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, রাশিদ খান, সাকিব আল হাসানের মতো বোলার রয়েছে হায়দরাবাদে। মাত্র ১১৯ রান তাড়া করতে নামা মুম্বইকে ৮৭ রানে অল আউট করে দেয় হায়দরাবাদের বোলাররা। ভুবনেশ্বর কুমারের পরিবর্তে দলে আসা সন্দীপ শর্মা মাত্র তিন ওভার বল করে ৯ রান দিয়ে ১টি উইকেট দখল করেছে। রাশিদ খান একটি মেডেন ওভার সহ ১১ রান দিয়ে ২টি উইকেট সংগ্রহ করেছে। বিশেষ করে হায়দরাবাদ কিংসের বিরুদ্ধে খেলবে তাদের ঘরের মাঠে। ফলে তারা আরও বেশি শক্তিশালী। এখন দেখার কিংসের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপকে নিজেদের ঘরের মাঠে ভাঙতে পারে কি না হায়দরাবাদের বোলাররা।

ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ম্যাচ হারলাম : রোহিত

মুম্বই, ২৫ এপ্রিল: এর থেকে খারাপ বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে মাত্র ১১৮ রান তুলেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জয় কার্যত নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেই রানটুকুও তারা তুলতে পারল না। ৮৭ রানেই গুটিয়ে গেল তাদের ইনিংস। এই পরাজয়ের পরেই কার্যত ফোভে ফেটে পড়েছেন মুম্বই অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি দলের বোলারদের ফুল মার্কস দিলেও, ব্যাটসম্যানদের কাঠগড়ায় তুললেন। তিনি বললেন, আমাদের নিজেদেরকে দোষ দেওয়া উচিত। বিশ্বের যে কোনও উইকেটে ১১৮ রান তাড়া করে জেতার থুথই সহজ। কিন্তু আমরা তা পারিনি। দলের বোলারদের পারফরম্যান্স দেখে আমি যথেষ্ট খুশি। কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরাই ডোবাল। তিনি আরও বলেন, বেশ অনেকগুলো বিষয় রয়েছে, যেগুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই। তবে আমি কারোর দিকে আঙুল তুলতে চাই না। আমরা এখনই হাল ছাড়ব না। ব্যাট করার সময় আমাদের আরও একটু ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা সেটা পারিনি। ব্যাট করাটা আমাদের কাছে যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছিল। ঠিকঠাক শট নিতে পারছিলাম না। আমাদের দলে বেশ কয়েকজন খারাপ শট খেলে আউট হয়েছে। সেই তালিকায় আমিও রয়েছি।

সাউথ আফ্রিকা কনম্বোল টুর্নামেন্টে ২-০ গোলের ব্যবধানে ইস্টুডেন্টাস ডি লা প্লাতার বিরুদ্ধে জয় পেল সান্টোস। সান্টোসের হয়ে গোলগুলি করেন গ্যাব্রিয়েল ও লুকাস।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা